সংবাদ

তারিখ ০৯ DEC 2017
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

গফরগাঁওয়ে পানিকষ্টে ১২ হাজার শিক্ষার্থী

প্রতিনিধি, গফরগাঁও

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে ৬৫ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিউবয়েল বা সুপেয় পানির ব্যবস্থা নেই। ফলে এসব বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ১২ হাজারেরও অধিক শিশু শিক্ষার্থী ও কর্মরত শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরেই খাবার পানির অভাবে চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। আবার অনেক বিদ্যালয়ে পানির পাম্প, ট্যাংক থাকলেও বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় সেসব কোন কাজে আসছে না।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় ও বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৫টি বিদ্যালয়ের পানির কোন ব্যবস্থা নেই। আবার এমন বিদ্যালয় রয়েছে যে সব বিদ্যালয়ের কাছে বসতি নেই। ফলে সেসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে পাত্র দিয়ে পানি সংগ্রহ করে থাকেন। গ্রীষ্মকালে শরীর থেকে অতিরিক্ত ঘাম ঝরার কারনে পানির চাহিদা বেড়ে যায়। পানির পিপাসা মেটাতে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা কৃত্রিম রং দেয়া আইসক্রিম ও চকলেট খেয়ে পেটের পীড়ায় ভোগে থাকে।

সম্প্রতি উপজেলার দাওয়া দাইর উত্তর, হাওয়াখালী, দত্তন্নপাড়া, ডুবাইল, টাঙ্গাব দক্ষিণপাড়া, দেওলপাড়া, বারইহাটি-২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘুরে দেখা যায়, পানির জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বেশ কষ্ট পাচ্ছেন। আশপাশে জলাশয় না থাকায় প্রাকৃতিক কাজ সারতেও বিপাকে পড়তে হয়।

দত্তন্নপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলরুবা আক্তার জানান, তার বিদ্যালয়ে শিশু থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২৪২ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। বিদ্যালয়টিতে পানির কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে ছাত্রছাত্রীসহ শিক্ষকরা পানির জন্য চরম কষ্ট ভোগ করে থাকেন। এ বিষয়ে আমরা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করেছি। এখনও এ বিষয়ে কোনো সুরাহ হয়নি।

বামনখালী পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী সাবিয়া আক্তার, আকলিমা খাতুন, সৈকত, সজীব বলেন, সরকার এত কিছু করে আমাদের জন্য একটা টিউবয়েল করে দিতে পারে না। মাঝে মাঝে পানি পিপাসায় ক্লাশ বাদ দিয়ে, অদূরের বসত বাড়ি গিয়ে তৃষ্ণা মিটাতে হয়। সুপেয় পানির অভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা নানা সমস্যায় পড়ছেন।

দক্ষিণ চরমছলন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হেলাল উদ্দিন বলেন, তার বিদ্যালয়ে ৪৪৮ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীদের সুপেয় পানির জন্য একটি টিউবয়েল থাকলেও বছরের অধিকাংশ সময়েই তা বিকল থাকে। মেরামত করা হলেও অল্প কয়েক দিনের মধ্যে আবার তা নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়াও তিনি বলেন, এমন অনেক বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে একটির স্থলে দুটি ওয়াশব্লক রয়েছে। অথচ তার বিদ্যালয়ে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করলেও এখানে এখনও পর্যন্ত ওয়াশব্লক স্থাপন করা হয়নি।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. নূরুল ইসলাম বলেন, সব বিদ্যালয়ে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার বিষয়টি উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের। যেসব বিদ্যালয়গুলোতে পানির ব্যবস্থা নেই সেসকল বিদ্যালয়ের নামের তালিকা করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর গফরগাঁও কার্যালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাইদুল ইসলাম খান বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সুপেয় পানি স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যভ্যাস গড়ে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য। খুব শিগগির ৩২ বিদ্যালয়ে পানির পাম্প ও ট্যাংক স্থাপন করা হবে। বাস্তবতার নিরিখে আমরা আশাবাদী বাকি বিদ্যালয়গুলোতে আগামী ১৯ সালের মধ্যেই সুপেয় পানির ব্যবস্থা হবে। এছাড়াও তিনি জানান, বিদ্যালয়গুলোতে সুপেয় পানির পাপ্যতা নিশ্চিত করনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও ও দাতাগোষ্ঠী সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত রয়েছে।